ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 15 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

২৬৯

বর্তমানে হরতাল মানে, সাধারণ মানুষের তরতাজা লাশ। কিন্তু উচ্চাসনে থেকে যারা হরতাল ঘোষণা তথা নেতৃত্ব দেয় তাদের কিছুই হয় না।

কপিল চৌধুরী
রামকৃষ্ণ মিশন রোড
সিলেট-৩১০০।

ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা প্রদানের অনিয়মের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে

১ আগস্ট ১৯৯৯ ভোরের কাগজ চিঠি বিভাগে উপরোক্ত শিরোনামে যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে আমি সে পত্রের তীব্র প্রতিবাদ করে বলতে চাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের কৃত অপরাধ ঢাকার জন্য সুকৌশলে ২১ এপ্রিল '৯৯ লিখিত পত্রের মূল অভিযোগকে এড়িয়ে গিয়ে পত্রলেখককে [redacted] কুচক্রীমহলের আওতাভুক্ত করে লেখার বিষয়বস্তুকে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট আখ্যায়িত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। কারণ আমার লিখিত পত্রে উল্লেখ ছিল সালমা আক্তার (ছাত্রী আইডি নং- ২০৯০, এফএসএসপি হিশাব নং- ৯৫-০৬৮৭০) কে ১৬ মার্চ তারিখে ইস্যুকৃত জনতা ব্যাংক, করেরহাট শাখার ৭৯০ টাকা উল্লিখিত চেকে স্বাক্ষর করার পর মাত্র ৩৬০ টাকা দিতে চাইলে, সে টাকা না নিয়ে টাকার পরিবর্তে চেকটিই নিয়ে আসে। অন্য তিনজন - কোহিনূর আক্তার, সেলিনা আক্তার ও সুমি আক্তার চেক আনতে না পারলেও তারাও এ প্রসহনের প্রতিবাদে কোনো টাকা গ্রহণ করেনি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রটিতে সালমা আক্তারের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ না করে কেবল কোহিনূর আক্তারের টাকা তুলে নেওয়ার কথা বলে গোটা বিষয়টিকে বানোয়াট আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালালেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করছি- কোহিনূর আক্তার নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থাকার পরও কোন বিলম্বে (৬ জুন '৯৯) তারিখে টাকা উত্তোলন করলো? তাছাড়া সেদিনের লেখায় সালমা আক্তারকে প্রধান অভিযোগকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলাম, কারণ টাকার পরিবর্তে একমাত্র সালমা আক্তারই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চেকটিই নিয়ে এসেছিল।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ
বারইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।